০৫-০৭-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শন্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সব সম্পর্ক ত্যাগ করে এক আমি পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও, তাহলে তোমরা আমার ধামে চলে আসতে পারবে, অন্তিমের ইচ্ছে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে"

প্রশ্নঃ - যারা সাইলেন্সের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার পুরুষার্থ করে, তারা কি পছন্দ করেনা ?

উত্তরঃ - তারা ঘড়ির আওয়াজ শুনতেও পছন্দ করবেনা, কারণ স্বদেশে (ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড) কোনো আওয়াজ হয়না । এই কারণে তোমরা শব্দের ঊর্ধ্বে যাওয়ার পুরুষার্থ করে থাকো । তোমাদের অশরীরী হয়ে নিজেদের স্বধর্মে সুস্থিত হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে বাবার দেশ স্মরণ করতে হবে ।

গীতঃ- ভক্তের দুঃখের কারণ শোনো ....

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচঃ এটা যোগ আশ্রম, এখানে তোমরা বসেছ যোগ বৃদ্ধি করতে । পরমাত্মা এই অরগ্যানস্ দ্বারা তোমাদের অর্থাত্ আত্মাদের সাথে কথা বলছেন । তোমরা সব আত্মারা কার স্মরণে বসে আছ ? আত্মা বলে, তুমিও যে আমিও সেই, আত্মা । আমরা সব আত্মারা সেই পরমপিতা পরমাত্মার স্মরণে বসে আছি । এই যোগ কে শিখিয়েছেন ? ভগবানুবাচঃ সব আত্মাদের পিতা আমি । এই শরীর দ্বারা তোমাদের যোগ শেখানোর জন্য টিচার হয়েছি । এটা খুব সহজভাবে বোঝানো হয়, বলা হয়, যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় আমি তখনই আসি । এটা সেই পূর্ব কল্পের মহাবাক্য, যা এই সাধারণ শরীর দ্বারা রিপিট হচ্ছে । বলা হয়, কল্প আগেও এই মহাবাক্য বলা হয়েছিল যা থেকে গীতা লেখা হয়েছিল । সুতরাং, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং যখন অনেক ধর্মের উপস্থিতি দেখা দেয় আর দেবতা ধর্মের চিহ্নমাত্রও লুপ্ত হয়ে যায়, দেবতা ধর্মে তখন তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলতে শুরু করে । তারা দেবী-দেবতাদের পূজা করলেও নিজেদের হিন্দু বলে । এভাবেই দেবতা ধর্মের বদলে হিন্দু ধর্মে রিপ্লেস হয়ে যায়, একে বলা হয় ধর্ম গ্লানি । যখন একটাই দেবতা ধর্মের চিহ্নমাত্রও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, অনেক ধর্ম, মঠ, পন্থ বেরিয়ে আসে । এটা সেই কল্প পূর্বের গীতা যা রিপিট হচ্ছে । ভগবানের এই কথা অন্য কেউ বলতে পারেনা । সেই তিনিই এসে গীতার সেই মহাবাক্য রিপিট করছেন । অন্য কোনও শাস্ত্রে এই মহাবাক্য উল্লেখ করা হয়নি । গীতায় আছে ভগবানের অমৃত বাণী । ভগবান নিজে বোঝান, তিনি বলেন, যখন অনেক ধর্ম উপস্থিত হয়, কলিযুগ অন্তে এসে পৌঁছায়, তখন আমি কল্পের সঙ্গমে আসি কারণ, কলিযুগকে বলা হয় তমঃপ্রধান এবং সত্যযুগকে সতোপ্রধান যেখানে পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দেবী-দেবতাদের রাজ্য স্থাপনা হয় অর্থাত্ এই রাজ্য গড গডেজ দ্বারা শাসিত হয় । সেটাও এই স্টেজের ওপরেই, বৈকুন্ঠ কোনো আলাদা জায়গা নয় । এই ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, যা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে । পরমাত্মাকে নলেজফুল বলা হয়ে থাকে, এক তিনিই জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর । তিনি ছাড়া আর কারও এই গডলি জ্ঞান নেই । তাহলে, অন্য কাউকে কিভাবে জ্ঞানী বলা যাবে ? তিনি বলেন, এই নলেজ দেওয়ার জন্য আমাকে আসতেই হয় । যতক্ষণ না তিনি এসে এই জ্ঞান দিচ্ছেন ততক্ষণ কেউ নলেজফুল হতে পারবে না । সেই গডলি নলেজকেই ফিলোসফি বলা হয় যার দ্বারা আত্মারা পিউরিফাই হয় । এখন, প্রশ্ন ওঠে, তোমরা এখানে কেন আস ? ঠিক আগের কল্পের মতো তোমরা আবার একবার এসেছ গডের থেকে গডলি নলেজ প্রাপ্ত করে পিউরিফায়েড (পবিত্র) হতে । এই

নলেজ লাভ করার জন্য তোমাদের এই গডলি স্কুলে জয়েন করতে হবে । এই গডলি নলেজ তোমাদের অন্য কেউ দিতে পারেনা । তারা বলে, আমাদের সবার মধ্যে গডলি নলেজ আছে । কোন নলেজ আছে ? তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । কিন্তু পরমাত্মা বলেন, এটা মিথ্যা-জ্ঞান । আমি তো সর্বব্যাপী নই ! আমি যা হই বা যেমন হই তোমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই । যতক্ষণ না আমি এসে তোমাদের জ্ঞান শোনাই ততক্ষণ আমাকে কেউ জানতে পারেনা আর না কেউ আমার কাছে পৌঁছাতে পারে । এইজন্য আমাকে আসতে হয় আর আমি আসি কল্পের সঙ্গমে । শুধু এইটুকুই ! আমি যখন আসি, তখন অনেক ফিলজফির ডাক্তার, সাধু, মহাত্মা তাদের জ্ঞান শোনায়, তারা বলে, তারা পরমাত্মা । একদিকে তারা বলে ঈশ্বর এক, অন্যদিকে আবার তাদের অনেকরকম মত আছে ; তাহলে তুমি কাকে বিশ্বাস করবে ? তাদের তো গড মত দেননি । একদিকে গডের মত, অন্যদিকে নানারকম মত আর এমন সময় পরমাত্মা বলেন, আমাকে এসে নানামতের সমাপ্তি ঘটিয়ে একমত স্থাপন করতে হয় । কল্পে কল্পে এই প্রোগ্রাম অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে । অন্য কিং- এরা হয়তো আট -দশদিনের প্রোগ্রাম রাখে, কিন্তু পরমাত্মার প্রোগ্রাম অনাদিকাল ধরে কল্পে কল্পে গীতায় স্থির হয়ে আছে । তিনি ব্রহ্মার গুপ্তবেশে, ব্রহ্মার তনে এসে বলেন, আমি সেই একই কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা করি যেখানে হোলি গড এবং গডেজ রাজা রাণী তথা প্রজা হয় । তিনি সেই কৃষ্ণপুরী স্থাপন করলে, তারপরে ব্রহ্মা কৃষ্ণরূপে জন্ম নেন । তিনি স্পষ্টভাবে তোমাদের বলছেন, বাচ্চারা গীতার সেই একই এপিসোড এখন রিপিট হচ্ছে । মৃত্যু সামনে, সুতরাং সব সম্পর্ক ছেড়ে এক আমার সাথে অর্থাত্ পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও, তবেই তোমার অন্তিম ভাবনা তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, এবং তোমরা আমার পুরীতে চলে আসবে । পরমাত্মা এই শরীরে বসে তাঁর বাচ্চাদের অর্থাত্ আত্মাদের বলছেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমার অনাদি প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি আসি । বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, এইজন্য আমার সাথে যোগ লাগাও এবং সমস্ত সম্বন্ধকে ভুলে যাও অর্থাত্ সব দীপ নিভিয়ে, একটা দীপ জ্বালিয়ে রাখো, আমি তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে আমার সাথে বসাবো । এই তনের দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মা বলছেন, আর কত সহজভাবে বোঝাচ্ছেন । তিনি বলেন, তোমরা ঘরে গিয়ে যোগ করতে পারো, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, এরকম তো নয় যে শুধু বৃদ্ধ লোকেরা যাবে , সব বাচ্চাদেরও ফিরে যেতে হবে । দেখ, যখন জাপানে বোম্ব ফেলেছিল, ছোট, বড়, জানোয়ার, পাখি সব মরে গিয়েছিলো । নাকি শুধু বৃদ্ধরা মারা গিয়েছিল ? সেটা তো মাত্র একটা রিহার্সাল ছিল । এখন অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে । তোমরা সেটা দেখছ তাই না ? বোম্ব সব রেডি, হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে । সুতরাং তোমরা আমাকে, অর্থাত্ পরমাত্মাকে স্মরণ করো, অন্য কাউকে নয়, ঠিক যেমন মীরা একমাত্র গিরিধারীকেই স্মরণ করতো । সব লোকলাজ, কুলমর্যাদা ত্যাগ করেছিলো । ঠিক সেইভাবেই তোমরা আমাকে অর্থাত্ পরমাত্মাকে স্মরণ করো,মামা, কাকা ইত্যাদিদের স্মরণ করা ত্যাগ করো । তারা সবই কলিযুগের বন্ধন । একমাত্র আমার সাথে যোগযুক্ত হলেই তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত্ করতে পারবে । যখন তোমরা নিজেকে ছোট বাচ্চা মনে করে বাবার সাথে যোগযুক্ত হবে তখন তোমাদের সেই খুশি থাকবে । কিন্তু যদি তোমরা কোনও ভুল যোগ করো তবে তোমাদের সেই খুশি থাকবেনা । অনেকেই এখানে এসে বলে যে, তারা তাদের মনকে বশ করতে পারছেনা বা সেই আনন্দ অনুভব হচ্ছে না । পরমাত্মা আনন্দের সাগর, তাঁর সাথে যদি তোমরা যোগ লাগাতেই না পারো তাহলে কিভাবে তোমরা আনন্দ অনুভব করতে পারবে ? পাস্ট কর্ম অনুসারে সবাই নিজের নিজের বুদ্ধি পেয়েছে, এতে পরমাত্মা কি করতে পারেন ? পরমাত্মা তো সবাইকে একই সময়ে পড়ান । কেউ কেউ এখানে পড়ে আবার এখানেই পড়াতে শুরু করে । কেউ কেউ প্রথম পাঠেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সুতরাং এটাও তো বুদ্ধির এক বিস্ময়কর ব্যাপার ! একই ক্লাসে কেউ ফার্স্ট নম্বরে আসে কেউ

ফেল্ করে । কেন ? কারণ সবকিছু বুদ্ধির উপর নির্ভর করে । পরমাত্মা কি করতে পারেন ? যদি তিনি প্রকেত্যেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেন, প্রত্যেকেই প্রথম নম্বরে আসবে । যখন কারও ওপর গ্রহের দশা থাকে, যতই ওষুধ পথ্য দাও, তার কার্যকারিতা উপকারে আসেনা, আর যখন গ্রহের প্রভাব কেটে যায় তখন সামান্যতম ওষুধেও অসুখ সেরে যায় । সুতরাং, যখন সময় আসবে তখন এই পয়েন্টও কারও কারও বুদ্ধিতে টাচ্ হয়ে যাবে । এখন কেউ কেউ শুনছে না, কিন্তু পরে যখন তোমরা আরও উন্নতিতে যাবে, তারা শুনতে শুরু করবে । এই অবস্থার সাথে আমাদের রাজী থাকতেই হয় । পরমাত্মার আসা-যাওয়া, জ্ঞান শোনানোর ধরণ অতুলনীয় !

দ্বিতীয় মুরলী : - ওম্ শান্তি । এমনকি ঘড়ির আওয়াজও হবেনা, কারণ এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অর্থাত্ এটা আমাদের শব্দের ঊর্ধ্বে হওয়ার স্থিতি । আমরা শব্দের ঊর্ধ্বে যাই ইনকর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ডে (নিরাকার দুনিয়া), যেখানে আত্মাদের নিবাস, সেখানে শব্দ নেই; সুপ্রিম সাইলেন্স ! আর সাইলেন্সের সেই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য আমরা পুরুষার্থ করি, এইজন্য আমরা আওয়াজ পছন্দ করি:না । সেই স্বদেশে আওয়াজ হয়না, এইজন্য বাণপ্রস্থে অর্থাত্ আওয়াজের ঊর্ধ্বে যাওয়ার জন্য আমরা পুরুষার্থ করি । বাণপ্রস্থের অর্থই হলো নির্বাণধামে যাওয়া, যেখানে আমি, তুমি এবং সমস্ত দুনিয়ার সোল্স (আত্মারা) নিবাস করে । এই কর্পোরিয়াল ওয়ার্ল্ড (সাকার দুনিয়া) তো নিজেদের পার্ট প্লে করার জন্য । যাই হোক, পার্ট ছাড়া আমরা সুইট সাইলেন্স হোমে গিয়ে অবস্থান করি । এই সাকার খেলা চলে আকাশ তত্ত্বে যেখানে আমরা অর্থাত্ আত্মাদের দেশ বহুদূরে, মহতত্ত্বে । তাই যারা সেই সাইলেন্স দেশের সাথে যোগ লাগিয়ে বসে আছে, তাদের ঘড়ির শব্দও পছন্দ হয়না । একেই বলা হয়ে থাকে নিজের মূল স্বধর্মে স্থিত হওয়া অর্থাত্ অশরীরী হয়ে থাকা । এর অর্থ হলো বাবাকে স্মরণ করার পাশাপশি বাবার স্বদেশকে স্মরণ করা, কারণ আমাদের বাবা সেই দূর দেশের অধিবাসী, তিনি সেখান থেকে এই পরদেশে এসেছেন । তিনি পরদেশে কেন এসেছেন ? তিনি অদৃশ্য বেশে তাঁর বাদশাহীর স্থাপনা করতে আসেন । তাঁর পার্ট ইনকগনিটো অর্থাত্ অপরিচিতের বেশে । তোমাদের যেমন তোমাদের শরীর পুরানো হয়েছে, বাবা বলেন, আমিও পুরানো শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দৈবী দুনিয়ার স্থাপন করতে হয় । যারা পুরানো ঘরে আসবে, তাদের তো অবশ্যই পুরানো শরীর নিতে হবে । এখানে নতুন দিব্য শরীর কিভাবে আসবে ? সুতরাং, সেটাও এঁনার পুরানো তন, যে তনের দ্বারা তিনি শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী স্থাপন করেন । তাই এঁনার কাছে যে প্রথম আসে তার সেই বৈকুন্ঠের সাক্ষাত্কার হয় । তোমরা বাললীলা, রাসলীলা দেখে অর্থাত্ তোমরা বিষ্ণুর সাক্ষাত্কার করো কারণ যদি তোমাদের পরমাত্মার সাক্ষাত্কার হয়, তবে তোমরা বুঝতে পারবেনা কি দেখছ ! কারণ কেউই বাবাকে জানেনা যে ইঁনি পরমাত্মা । যদিও মানুষ তাঁর পূজা করে কিন্তু তাঁকে জানেনা কেউ । তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তবেতো সবাই ঈশ্বর হয়ে গেল ! কেউই জানেনা শিবলিঙ্গের অক্যুপেশন কি, তারা জানেনা যে ইঁনি আমাদের পরমপিতা যিনি তিন রূপ ধারণ করে রচনা, পালনা, বিনাশ এই তিনকার্য সম্পাদন করেন । তিনি এই সময়ে এসে তাঁর অক্যুপেশন সম্বন্ধে আমাদের বলেন । তিনি বলেন, যারা বৈকুন্ঠের রাজ্য অধিকারী হতে চায় তাদের আমার কাছে এসে আমার বাচ্চা হতে হবে । আমি তাদের সম্পূর্ণ বিকারমুক্ত করে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবো । তিনি আসেনই এখানে ময়লা সোল্সকে পিউরিফাই করতে, এতে প্রকৃতিও পবিত্র হয়ে যায় । সেখানে সোল্সও যেমন পিওর তেমন পাঁচ তত্ত্বও পিওর । সেখানে তো ডিইটি ওয়ার্ল্ড, সুতরাংআর তো কিছু বলার নেই ! এই সময় ডিইজ্মের ফিলসফি লুপ্ত হয়ে যায় । কারও জানা নেই ডিইটি ওয়ার্ল্ড এখানেই ছিলো । তাদের বিশ্বাস দেবতারা উপরে আকাশে কোথাও থাকেন, অথচ

তাঁদের ছবি এখানে, তাঁদের হিস্ট্রি এখানে, তাহলে অবশ্যই তাঁরা এখানে বিদ্যমান ছিলেন । এই দুনিয়া নিরন্তর চলছে, প্রলয় কখনও হয়না । যখন বিনাশ হয়, সব সোল ফিরে যায় এবং দৈবী ধর্ম এখানে স্থাপনা হয়ে যায় । তোমাদের যা শস্য আছে তার সবটাই তো তোমরা খেয়ে নাও না, অধিকাংশ খেলেও কিছুটা বাঁচিয়ে রাখো জমিতে বীজ ছড়ানোর জন্য । নয়তো বীজ কোথা থেকে আসবে ? প্রলয় হলে সব শস্য নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কোথা থেকে পরবর্তী ফসলের বীজ পাবে ? সুতরাং শস্য যেমন চিরস্থায়ী মানুষও সেইরকমই । পরমাত্মাও তেমনই কিছু বীজ বাঁচিয়ে বাকি সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান যার থেকে আবার সৃষ্টির বৃদ্ধি হতে থাকে । পরমাত্মাও বলেন, আমি বহু ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপন করি, এইরকম বলেননা যে, তিনি প্রলয় নিয়ে আসেন । এটাই সকলের শেষ জন্ম, তারপরে মৃত্যুলোকে আর কারও জন্ম হবেনা । সবাই ঘরে ফিরে যাবে আর কিছু বীজ থেকে যাবে এবং ধীরে ধীরে তারা বৃদ্ধি পাবে এবং ত্রেতার শেষ পর্যন্ত তেত্রিশ কোটি দেবী-দেবতা হবে । তারপরে অবিরত অন্যান্য ধর্ম আসে, নম্বরক্রমানুসারে । তাদের মধ্যেও এইভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে । ড্রামার এই রহস্যও অলমাইটি বব এসে তোমাদের বুঝিয়ে দেন, সেইজন্যে এটাকে বলা হয়ে থাকে গডলি নলেজ । অন্য কোথাও তোমরা এই নলেজ পাবেনা । যতই তোমরা চারিদিকে সফর করো, কারও কাছে এই নলেজ নেই । একমাত্র এখানেই এই নলেজ এই সময়ে তোমরা লাভ করতে পারো, যখন পরমাত্মা তাঁর দৈবী বংশাবলি রচনা করেন । পরমাত্মা বলেন, যদি তোমরা আমার রয়্যাল ঘরানায় আসতে চাও, তবে এই তন আমার কাছে সমর্পণ করো । আমি তোমাদের আমার সমান পিউরিফাই করে বৈকুন্ঠে নিয়ে যাবো । এটা তো তোমরা জানো যে, বাবা এখন এসেছেন আবার কল্প বাদে আসবেন । তিনি বারবার আসবেন না । তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নির্মল, হোলি বানাই । যারা ভাইসলেস তাদের হোলি বলা হবে । আর যারা মদ্যপান বা ধূমপান করে তাদের হোলি বলা হবে না । বাবা গুরু হয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেনও আবার তিনি বাবা হয়ে তোমাদের দেখভালও করছেন । তোমরা ডাবল ব্লেসিংস লাভ করছ, এক, গুরুর থেকে, দুই, বাবার থেকে । তোমরা উভয়ের থেকেই উত্তরাধিকার লাভ করছ । সেই অলমাইটি বাবা এই তনের দ্বারা তোমাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম, দুইয়েরই লালন পালন করেন এবং এইজন্য তিনি বলেন, নিজেকে সমর্পণ করে দাও এঁনার কাছে । তিনি জ্ঞান অমৃত দ্বারা তোমাকে পিউরিফাই করে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । একে বলা হয়ে থাকে জীবনে থেকেও মরে যাওয়া, কিন্তু এই মৃত্যু অতি মধুর, যা তোমায় সত্য বাবার কোলে নিয়ে যায় । তিনি কত ভালো করে কত বুঝিয়েছেন ! তারপরও তিনি বলেন, মনমনাভব, মধ্যাজীভব ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বৈকুন্ঠের বাদশাহীর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য এখানে বাচ্চা হয়ে সম্পূর্ণ পাপহীন হতে হবে ।

৩) রয়্যাল ঘরানায় যেতে হলে এই তন পরমাত্মার কাছে সমর্পণ করে বাবা সমান পিউরিফাই হতে হবে ।

বরদানঃ- প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ স্থিতি অনুভব করে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব

সম্পূর্ণ পবিত্রতার পরিভাষা অতি শ্রেষ্ঠ এবং সহজ । সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ স্বপ্নেও তোমার মন, বুদ্ধিকে অপবিত্রতা টাচ্ করতে পারেনা । একেই বলা হয় প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া । তোমরা নম্বরক্রমে পুরুষার্থী হতে পারো, কিন্তু পুরুষার্থের লক্ষ্য পবিত্র হওয়া এবং এটা সহজও । কারণ সর্বশক্তিমান বাবা তোমাদের সাথে আছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে ।

স্লোগানঃ- সহজযোগী সে-ই, যে মেহনত বা জোরপূর্বক পুরুষার্থ করার পরিবর্তে মনের আনন্দে পুরুষার্থ করে ।